প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

প্লট বরাদ্দের আবেদনপত্র ও প্রসপেক্টাস

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

আর ডি এ ভবন
বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা, রাজশাহী।
ওয়েবসাইট : www.rdarajshahi.gov.bd

(কর্তৃপক্ষের কপি)

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
আর ডি এ ভবন
বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা, রাজশাহী
ওয়েব সাইট : www.rdarajshahi.gov.bd

প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আবাসিক প্লট বরাদ্দের আবেদনপত্র
ও জামানতের টাকা জমা দেওয়ার রশিদ ও প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র

জনাব/বেগম .....

পিতা .....

মাতা .....

স্বামী/স্ত্রী'র নাম (বিবাহিত হলে) .....

জামানত বাবদ.....ব্যাংক.....শাখা

হতে ইস্যুকৃত.....তারিখের .....নং পেঅর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট মুলে মোট

..... (টাকা/মার্কিন ডলার) (কথায় .....

.....) বুঝে পেলাম।

আবেদনকারীর শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটা	
আবেদন পত্রের ক্রমিক নম্বর (অনলাইন কপির ক্ষেত্রে **"ডাউনলোড"** লিখতে হবে)	
আবেদনপত্র জমার ক্রমিক নম্বর	

কর্তৃপক্ষ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
দস্তখত ও সীলমোহর

(আবেদনকারীর কপি)

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
আর ডি এ ভবন
বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা, রাজশাহী
ওয়েব সাইট : www.rdarajshahi.gov.bd

প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আবাসিক প্লট বরাদ্দের আবেদনপত্র
ও জামানতের টাকা জমা দেওয়ার রশিদ ও প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র

জনাব/বেগম .....

পিতা .....

মাতা .....

স্বামী/স্ত্রী'র নাম (বিবাহিত হলে) .....

জামানত বাবদ.....ব্যাংক.....শাখা

হতে ইস্যুকৃত.....তারিখের .....নং পেঅর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট মুলে মোট

..... (টাকা/মার্কিন ডলার) (কথায় .....

.....) বুঝে পেলাম।

আবেদনকারীর শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটা	
আবেদন পত্রের ক্রমিক নম্বর (অনলাইন কপির ক্ষেত্রে **"ডাউনলোড"** লিখতে হবে)	
আবেদনপত্র জমার ক্রমিক নম্বর	

কর্তৃপক্ষ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
দস্তখত ও সীলমোহর

প্লট বরাদ্দের আবেদনপত্র

গৃহীত /জমাকৃত আবেদনপত্রের ক্রমিক নম্বর- (অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (এক কপি আঠা দিয়ে লাগাতে হবে)

"ক" অংশ

প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আবাসিক প্লট বরাদ্দের আবেদনপত্র

বিঃ দ্রঃ- আবেদনপত্র পূরণের ক্ষেত্রে "খ" ও "গ" অংশে বর্ণিত নির্দেশাবলী অনুসরণীয়

আবেদনকারীর শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটা	
আবেদনের ধরণ-একক/যৌথ	

আবেদনপত্র জমার ক্রমিক নম্বর: (অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

১। আবেদনকারীর নাম (স্পষ্ট অক্ষরে) :

বাংলায়.....

ইংরেজিতে (ক্যাপিটাল লেটারে).....

২। পিতার নাম:.....

৩। মাতার নাম:.....

৪। স্বামী/স্ত্রীর নাম (বিবাহিত হলে):.....

৫। আবেদনকারীর জন্ম তারিখ:.....

৬। আবেদনকারীর বয়স (বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আবেদনপত্র জমাদানের সর্বশেষ তারিখে) (বয়সের প্রমাণপত্র সংযুক্ত করতে হবে): .....বছর.....মাস.....দিন।

৭। স্থায়ী ঠিকানা: হোল্ডিং নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে).....গ্রাম/মহল্লা:.....

ডাকঘর:.....উপজেলা/থানা:.....জেলা:.....

৮। বর্তমান ঠিকানা: হোল্ডিং নং: (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে).....গ্রাম/মহল্লা:.....

ডাকঘর:.....উপজেলা/থানা:.....জেলা:.....

টেলিফোন নম্বর: (যদি থাকে).....মোবাইল:.....

ই-মেইল: (যদি থাকে).....

৯। জাতীয় পরিচয়পত্র নং/জন্মনিবন্ধন নং/পাসপোর্ট নং:.....

১০। পেশার বিবরণ:

(ক) অফিস/সংস্থা/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম:.....

(খ) চাকরিজীবী হলে - (১) পদের নাম:.....

(২) বেতন স্কেল: .....

(৩) বেতন গ্রেড:.....

(৪) বর্তমান মূল বেতন: .....

(৫) চাকরিতে যোগদানের তারিখ:.....

(৬) চাকরির মেয়াদকাল (বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আবেদনপত্র জমাদানের সর্বশেষ তারিখে): .....বছর.....মাস.....দিন।

(উল্লিখিত সকল তথ্যাদির প্রমাণক/ অফিস প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে)

(গ) ব্যবসায়ী হলে ব্যবসার ধরণ:.....(হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স জমা প্রদান করতে হবে)

(ঘ) মোট বার্ষিক আয়:.....(আয়ের স্বপক্ষে প্রমাণপত্র এবং আয়কর সনদের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে)

১১। টি.আই.এন. নম্বর :.....

১২। যে পরিমান প্লটের জন্য আবেদন:.....শতক (কথায়.....)।

১৩। (ক) আবেদন ফরমের মূল্য: **৫০০০/-টাকা** (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)+১৫% ভ্যাট।

(খ) নির্ধারিত ব্যাংক হতে ক্রয়কৃত আবেদন ফরমের ক্ষেত্রে:-
প্রসপেক্টাস ও আবেদনপত্র ক্রয়ের রশিদ নং:..... তারিখ:.....
টাকার পরিমাণ:.....টাকা (কথায়.....)
ব্যাংকের নাম:.....শাখার নাম:.....।
(মূল রশিদ ও ১৫% ভ্যাট পরিশোধের "এ" চালান সংযুক্ত করতে হবে)

(গ) ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোডকৃত আবেদন ফরমের ক্ষেত্রে:-
পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নং:..... তারিখ:.....
টাকার পরিমাণ:.....টাকা (কথায়.....)
ব্যাংকের নাম:.....শাখার নাম:.....।
(মূল পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ও ১৫% ভ্যাট পরিশোধের "এ" চালান সংযুক্ত করতে হবে)

১৪। **জামানত বাবদ "চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ"** বরাবর দাখিলকৃত পেঅর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের বিবরণ:
পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নং:..... তারিখ:.....
টাকার পরিমাণ:.....টাকা (কথায়.....)
ব্যাংকের নাম:.....শাখার নাম:.....।
(মূল পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংযুক্ত করতে হবে)

১৫। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর FCD No. 569(D) (US Dollar), Swift CODE: AGBKDDH027, Agrani Bank PLC, Shaheb Bazar Corporate Branch, Rajshahi, Bangladesh হিসাব নম্বরে অর্থ জমার বিবরণ:

(ক) আবেদন ফরমের মূল্য ও ১৫% ভ্যাট বাবদ অর্থ জমার বিবরণ:

ইউএস ডলারের পরিমান: **৬০ USD** (কথায়: ষাট আমেরিকান ডলার) তারিখ:.....।
এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য (যদি থাকে):.....।
(প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে)।

(খ) জামানত বাবদ অর্থ জমার বিবরণ:

ইউএস ডলারের পরিমান:.....(কথায়:.....)তারিখ.....।
এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য (যদি থাকে):.....।
(প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে)।

১৬। যে শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটা-তে প্লট পেতে আগ্রহী (প্রসপেক্টাসের "গ" অংশে বর্ণিত শ্রেণী/ক্যাটাগরি/কোটা এর মধ্যে হতে যে কোন একটি উল্লেখ করতে হবে):.....।

(কোনো প্রকার কাটাছেড়া/ঘষা মাজা/ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না)

১৭। প্রসপেক্টাসের নমুনা অনুযায়ী সম্পাদিত হলফনামার তারিখ:.....।

১৮। আবেদনকারীর (নিজ নামে) অনলাইন ব্যাংক হিসাব নম্বর (যদি থাকে)-.....

ব্যাংকের নাম:.....শাখা:.....

রাউটিং নম্বর:.....। (জামানতের অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে)

১৯। আবেদনকারীর পরিবারের বিবরণ (স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা/পিতা/মাতা ইত্যাদি) :

পূর্ণ নাম	সম্পর্ক (স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/ কন্যা/পিতা/মাতা ইত্যাদি)	জন্ম তারিখ	পেশা
(ক)			
(খ)			
(গ)			
(ঘ)			
(ঙ)			
(চ)			

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত পাতা সংযুক্ত করতে হবে)

২০। আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা : .....

২১। (ক) আবেদনকৃত প্লটের পরিমানের পরিবর্তে ভিন্ন পরিমাপের প্লটের বরাদ্দ দেওয়া হলে উক্ত বরাদ্দ অনুযায়ী বরাদ্দ গ্রহণ করতে এবং উহার মূল্য পরিশোধ করতে সম্মত কি না (যে কোন একটিতে টিক দিন):

হাঁ		না	

(খ) বরাদ্দ প্রদানের পর সরজমিন মাপজোখে প্লটের পরিমান কম/বেশী হলে আবেদনকারী উক্ত প্লট গ্রহণ করতে ও উহার মূল্য পরিশোধ করতে সম্মত কি না (যে কোন একটিতে টিক দিন):

হাঁ		না	

এই মর্মে ঘোষণা ও অঙ্গীকার করছি যে, আমার উপরোক্ত তথ্যসমূহ নির্ভূল ও সত্য। উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ভুল/অসত্য প্রমাণিত হলে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আমার আবেদন বাতিল করতে পারবে। এমনকি প্লট বরাদ্দ প্রাপ্তির পর আমার উপরোক্ত তথ্যসমূহের মধ্যে কোনো তথ্য ভুল/অসত্য প্রমাণিত হলে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আমার অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্লট বাতিল করে জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। এতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না বা আমি কোন প্রকার দাবি উত্থাপন করতে পারবো না। আমি এরুপ কোন দাবি করলে তা উপযুক্ত আদালতে বাতিল বলে গণ্য হবে।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, প্লটের বরাদ্দ বা দখল প্রদান কার্যক্রমে বিলম্ব ঘটলে আমার জামানত বা কিস্তির উপর কোন সুদ বা ক্ষতিপূরণ দাবী করবো না এবং আমি রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর প্লট বরাদ্দপত্রের সকল শর্তাবলী ও যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য থাকবো।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর :
আবেদনকারীর পূর্ণ নাম :
তারিখ :

প্রসপেক্টাস

প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্যাদি/শর্তাবলী

''খ'' অংশ

১। প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পটি রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাস্তা (রাজশাহী বাইপাস) সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে গোয়ালপাড়া ও কাশিয়াডাঙ্গা মৌজায় অবস্থিত। এই প্রকল্পে কমবেশী নিম্ন পরিমানের প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

৫.০০ শতক	৬.০০ শতক	৭.০০ শতক	৮.০০ শতক	১০.০০ শতক

প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্লট বরাদ্দ প্রবিধানমালা, ২০২১ ও সরকার অনুমোদিত প্রসপেক্টাস অনুসরণ করা হবে। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ প্রকল্পের মাটি ভরাট, রাস্তা নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ, প্লটের ডিমার্কেশন পিলার, ড্রেন নির্মাণ, পানি সরবরাহ লাইন, বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন কাজ করা হবে।

২। প্লট বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ে ২৫(পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ করেছেন এরুপ যে কোনো বাংলাদেশী নাগরিক এ প্রসপেক্টাসের অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। তবে আবেদনকারীর অবশ্যই টিআইএন থাকতে হবে।

৩। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র অবশ্যই দাখিল করতে হবে:

(১) আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের তিন কপি রঙ্গিন ছবি (১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত)।

(২) আবেদন ফরম ক্রয়ের মূল রশিদ/আবেদন ফরমের মূল্য বাবদ জমাকৃত পে- অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট + ১৫% ভ্যাট পরিশোধের "এ" চালান।

(৩) আবেদনের তারিখের পূর্ববর্তী বৎসরের আয়কর সনদের সত্যায়িত অনুলিপি।

(৪) প্রসপেক্টাসে উল্লিখিত জামানতের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মূল কপি।

(৫) প্রসপেক্টাসের নমুনা অনুযায়ী তিনশত টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদিত হলফনামা।

৪। ৩নং শর্তে বর্ণিত আবশ্যকীয় কাগজপত্রের সাথে বিভিন্ন শ্রেণী/ক্যাটাগরি/কোটা ভিত্তিক নিম্নবর্ণিত প্রযোজ্য কাগজপত্র দাখিল করতে হবে:

(১) সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদনকারীর নাম, পদবী, জন্ম তারিখ, চাকরিতে যোগদানের তারিখ, চাকরির মেয়াদ, বর্তমান বেতন স্কেল, বেতন গ্রেড ও মূল বেতন সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র।

অথবা

সরকারি কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইট হতে অনলাইনে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত হালনাগাদ পার্সোনাল ডাটা শীট (PDS) এর প্রিন্ট কপি।

(২) যে সকল সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী আইবাস-২ সিস্টেমে বেতন আহরণ করেন তাদের সর্বশেষ মাসের আহরিত বেতন বিলের কপি।

(৩) যে সকল সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী আইবাস-২ সিস্টেমে বেতন আহরণ করেন না তাদেরকে নিজ দপ্তর হতে আহরিত সর্বশেষ মাসের বেতন বিলের কপি।

(৪) সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সর্বশেষ পে-ফিক্সেশনের কপি/ আইবাস-২ সিস্টেম হতে ডাউনলোডকৃত সর্বশেষ বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) নির্ধারণের প্রিন্ট কপি।

(৫) সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চাকরি হতে অবসর সংক্রান্ত প্রমাণক (অবসর আদেশ/পেনশন বহি ইত্যাদি)

(৬) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চাকরি সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র। উক্ত প্রত্যয়নে আবেদনকারীর নাম, পদবী, জন্ম তারিখ, চাকরিতে যোগদানের তারিখ, চাকরির মেয়াদ, বেতন সম্পর্কিত তথ্যাদি থাকতে হবে।

(৭) বিদেশে কর্মরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁর বাংলাদেশী পাসপোর্টের কপি (বহির্গমণ সিলসহ), ভিসার কপি ও বিদেশে কর্মের প্রমাণক।

(৮) মুক্তিযোদ্ধা/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবার/বীরঙ্গনার ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত প্রমাণক **(মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় সংশ্লিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম না থাকলে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কোন সুবিধা প্রাপ্ত হবেন না)।**

(৯) ব্যবসায়ী/শিল্পপতিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি।

(১০) প্রকল্প এলাকার অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত প্রমাণপত্র।

(১১) বিশেষ পেশাজীবী (সাংবাদিক, প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, চিকিৎসক, আইনজীবী, কৃষিবিদ, ইত্যাদি) এর ক্ষেত্রে সরকার স্বীকৃত পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য সনদ থাকতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে জাতীয়/বিভাগীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় হিসেবে অংশগ্রহণের প্রমাণক ও সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থা/পরিষদের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে। শিল্পী, সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত বা সম্মাননা প্রাপ্ত হতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রমাণক দাখিল করতে হবে।

৫। কর্তৃপক্ষ জামানত, ভ্যাটের চালান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), প্রয়োজনীয় কাগজপত্রবিহীন আবেদন ও অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল করতে পারবে।

৬। আবেদনকারী যে কোন ১টি শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৭।প্রকল্পের আবাসিক প্লটের প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত মূল্য শতক প্রতি = ১১,৭৭,০০০/- (এগারো লক্ষ সাতাত্তর হাজার) টাকা। **(উক্ত মূল্য পরবর্তীতে প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে বৃদ্ধি পেতে পারে)**

৮। আবেদনপত্রের সাথে জামানত হিসেবে প্রতি শতক =১,২৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা হারে যত শতকের প্লটের জন্য আবেদন করা হবে তত শতকের গুণিতক পরিমাণ অর্থ **"চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ"** বরাবর যে কোন তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। **উদাহরণ:** ০৫ শতক পরিমানের প্লটের আবেদন করা হলে জামানত হিসেবে ১,২৫,০০০/- X ৫= ৬,২৫,০০০/- টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জমা দিতে হবে।

৯। আবেদনপত্র ও প্রসপেক্টাস অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, আরডিএ ভবন শাখা, রাজশাহী হতে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা (অফেরৎযোগ্য) ও ১৫% ভ্যাটের "এ" চালান জমা দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আবেদন ফরম ক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত (ব্যাংক চলাকালীন) সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়াও আবেদনপত্র ও প্রসপেক্টাস রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ওয়েব সাইট- **www.rdarajshahi.gov.bd** থেকে সংগ্রহ করা যাবে। তবে ওয়েবসাইট হতে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে দাখিল করা হলে আবেদনপত্রের মূল্য বাবদ **"চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ"** বরাবর ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ও ১৫% ভ্যাট পরিশোধের "এ" চালান আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১০। একাধিক বা যৌথ নামে প্লট বরাদ্দের আবেদন করা যাবে। যৌথনামে আবেদনের ক্ষেত্রে মূল/প্রথম আবেদনকারীর শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটা অগ্রগণ্যতা পাবে তবে সকল আবেদনকারীর নাম আবেদন ফরমে উল্লেখ করতে হবে।

১১। যৌথ নামে আবেদনের ক্ষেত্রে সকল আবেদনকারীর তথ্যাদি মূল আবেদন ফরমের ফটোকপিতে আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

১২। মোট চাকরিকাল গণনায় চাকরিতে নিয়োগের তারিখ হতে প্লট বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আবেদনপত্র জমাদানের সর্বশেষ তারিখ অথবা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ বা চাকরি অবসানের তারিখ যেটি আগে হয় সে তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিবেচনা করা হবে।

১৩। বয়স গণনার ক্ষেত্রে প্রসপেক্টাসের"গ" অংশে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

১৪। কোন শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে আবেদন পত্র কম হওয়ার কারণে কোটা অপূর্ণ থাকলে প্লট বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের আলোকে কোটার অবশিষ্ট প্লট অন্যান্য শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

১৫। স্বামী/স্ত্রী উভয়েই যৌথভাবে অথবা এককভাবে আবেদন করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁরা একটির বেশি প্লট বরাদ্দ পাবেন না।

১৬। কোনো আবেদনকারী তার নিজ নামে অথবা তার স্ত্রী/স্বামী বা নির্ভরশীল পুত্র বা কন্যা বা পোষ্যের নামে অথবা বেনামে সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোনো সংস্থা অথবা কর্তৃপক্ষের কোনো প্রকল্প হতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোনো প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দ পেয়ে থাকলে তিনি প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

১৭। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্লট বরাদ্দ প্রবিধানমালা, ২০২১ ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রসপেক্টাস অনুসরণে নির্বাচিত আবেদনকারী/আবেদনকারীদের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

১৮। বরাদ্দ প্রাপকগণ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্য কোন প্রকল্পের প্রযোজ্য কোন শর্ত/সুবিধাকে এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মর্মে দাবি করতে পারবেন না।

১৯। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় প্লট বরাদ্দের আবেদনপত্র ও প্রসপেক্টাসের বিদ্যমান শর্তাবলী, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন এবং সংযোজন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২০। এ প্রসপেক্টাসে বিবৃত যে কোন শর্ত সম্পর্কে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

২১। বরাদ্দকৃত প্লট শুধুমাত্র আবাসিক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত এ প্রকল্পের আওতায় আবাসিক হিসেবে বরাদ্দকৃত কোন প্লট অনাবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিত কোন প্লটের শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না।

২২। প্লট বরাদ্দের জন্য নির্বাচিত কোন আবেদনকারীকে যদি কোন কারণে তার আবেদনে উল্লিখিত সাইজের প্লট বরাদ্দ করা সম্ভব না হয় এবং তিনি অন্য সাইজের প্লট বরাদ্দ গ্রহণে সম্মত থাকেন, তাহলে তাঁকে অন্য সাইজের প্লট বরাদ্দ প্রদান করার বিষয়টি রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারবে।

২৩। কোন বরাদ্দ প্রাপক তার অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্লট পরিবর্তনের আবেদন করলে প্লট ফাঁকা থাকা স্বাপেক্ষে তার আবেদন রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারবে।

২৪। প্রকল্প এলাকার ভূমি ও অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে বর্ধিত মূল্য প্রতিটি প্লটের মূল্যের সংগে সমন্বয় করা হবে। সমন্বয়কৃত বর্ধিত মূল্য প্লট বরাদ্দ গ্রহীতাগণ প্রদানে বাধ্য থাকবে।

২৫। (১) প্লটের মূল্য বরাদ্দপত্রের শর্ত অনুসারে এককালীন বা সর্বোচ্চ ৪(চার)টি বাৎসরিক কিস্তিতে **"চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ"** বরাবর তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

(২) প্লটের মূল্য বাবদ প্রদেয় প্রতিটি কিস্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হবে।

(৩) প্রথম কিস্তি পরিশোধের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপক বিনা সুদে পরবর্তী এক বা একাধিক কিস্তির টাকা পরিশোধ বা প্লটের সমুদয় মূল্য পরিশোধ করতে পারবে।

তবে শর্ত থাকে যে, প্লটের বরাদ্দপত্র অনুসারে প্রথম কিস্তির পরবর্তী যে কোনো কিস্তির জন্য নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কিস্তির টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে প্লটের বরাদ্দ প্রাপককে সুদ প্রদান করতে হবে।

আরো শর্ত থাকে যে, উক্ত কিস্তির সাথে পরবর্তী এক বা একাধিক কিস্তি সুদ বিহীন অগ্রিম পরিশোধ করা যাবে।

(৪) বরাদ্দ প্রাপক প্রথম কিস্তি প্রদানের জন্য নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ উক্ত প্লটের বরাদ্দপত্র বাতিল করতে পারবে।

(৫) প্লটের কোনো বরাদ্দ প্রাপক প্রথম কিস্তির টাকা পরিশোধের পর অন্যান্য কিস্তির টাকা বরাদ্দ পত্রের নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত নির্ধারিত সময় অতিক্রান্তের পরবর্তী ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত কিস্তির টাকার উপর ১৩ (তের) শতাংশ হারে সুদসহ পরিশোধ করতে পারবে।

(৬) উল্লিখিত ২৫ (৫) শর্তের সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে উক্ত অতিক্রান্ত সময়ের পরবর্তী ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত ১৬ (ষোল) শতাংশ হারে সুদসহ উক্ত কিস্তির টাকা পরিশোধ করা যাবে।

(৭) প্লটের কোনো বরাদ্দ প্রাপক প্রথম কিস্তির টাকা পরিশোধের পর পরবর্তী কোনো কিস্তির টাকা নির্ধারিত তারিখের পর ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত পরিশোধ না করলে তাকে প্লটের বরাদ্দ কেন বাতিল করা হবে না তার কারণ দর্শানো যাবে।

(৮) উল্লিখিত ২৫ (৭) শর্ত অনুযায়ী কোনো প্লটের বরাদ্দ প্রাপককে কারণ দর্শানো হলে এবং তার কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক হলে তাকে উক্ত কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য ১২ (বার) মাস পর্যন্ত ১৮ (আঠারো) শতাংশ হারে সুদসহ এবং পরবর্তীতে একই পদ্ধতিতে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য ২১ (একুশ) শতাংশ হারে সুদসহ কিস্তির টাকা পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা যাবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসঙ্গত কারণ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ প্লটের অনাদায়ী কিস্তি ও সুদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

(৯) উপরে বর্ণিত শর্ত ২৫ (৭) অনুসারে প্রদত্ত কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক না হলে বা উপরে বর্ণিত শর্ত ২৫ (৮) এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণের পরও কোনো প্লটের বরাদ্দ প্রাপক প্লটের মূল্য বাবদ কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্লটের বরাদ্দ বাতিল করতে পারবে।

(১০) কোনো প্লটের বরাদ্দ বতিল হলে উক্ত প্লটের জন্য জামানত হিসাবে জমাকৃত টাকা রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তহবিলের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

(১১) প্লটের বরাদ্দ বাতিল হলে জামানত ব্যতীত পরিশোধিত কিস্তির টাকা সুদ কর্তন করে প্লটের বরাদ্দ প্রাপক বা তার বৈধ উত্তরাধিকারীগণের নিকট কর্তৃপক্ষ ফেরত প্রদান করবে।

(১২) প্লটের মূল্য বাবদ পরিশোধিতব্য সর্বশেষ কিস্তির সাথে জামানতের টাকা সমন্বয় করা হবে।

(১৩) প্লটের বরাদ্দ পত্রে উল্লিখিত প্রথম কিস্তির টাকা পরিশোধের নির্ধারিত তারিখের পূর্বে উক্ত প্লটের বরাদ্দ গ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে বা যার আবেদন বাতিল হয়েছে তাকে বা তার নিকট হতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে কর্তৃপক্ষ জামানতের টাকা ফেরত প্রদান করবে।

২৬। প্লটের সমুদয় মূল্য এককালীন বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। তবে কিস্তিতে পরিশোধ করতে চাইলে প্লটের মূল্য ৪(চার)টি কিস্তিতে চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বরাবরে পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফ্ট এর মাধ্যমে প্লটের মূল্য নিম্নের ছক অনুযায়ী পরিশোধ করতে হবে।

কিস্তি পরিশোধের ছক

কিস্তির সংখ্যা	প্লটের মূল্যের শতকরা হার	শতকরা হার অনুযায়ী টাকার পরিমান	১৩% হারে সুদের টাকার পরিমান	কিস্তির মোট টাকার পরিমান (সুদসহ)	কিস্তি পরিশোধের জন্য নির্ধারিত তারিখ
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬
১ম কিস্তি	মোট মূল্যের ৪০%				
২য় কিস্তি	মোট মূল্যের ২০%				
৩য় কিস্তি	মোট মূল্যের ২০%				
৪র্থ কিস্তি	মোট মূল্যের ২০% (এই কিস্তির সাথে জামানত সমন্বয় করা হবে)				

২৭। (১) বরাদ্দ প্রাপক লিজ দলিল সম্পাদনের পূর্বে কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে প্লটের বরাদ্দ প্রত্যার্পণ করতে পারবেন।

(২) উপরে বর্ণিত শর্ত ২৭ (১) এর অধীন কোনো প্লটের বরাদ্দ প্রত্যার্পণ করা হলে কর্তৃপক্ষ উক্ত প্লটের বরাদ্দ বাতিল করবে এবং একই শ্রেণিভুক্ত প্লট বরাদ্দের অপেক্ষমান তালিকা হতে কোনো ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট প্লটটি বরাদ্দ প্রদান করবে।

(৩) উপরে বর্ণিত শর্ত ২৭ (১) এর অধীন কোনো প্লটের বরাদ্দ বাতিল হলে উক্ত প্লটের বরাদ্দ প্রাপকের জামানতের অর্থ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে এবং পরিশোধিত কিস্তির টাকা, যদি থাকে, এর ৫ (পাঁচ) শতাংশ কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা প্লটের বরাদ্দ প্রাপককে বা, ক্ষেত্রমত, তার বৈধ উত্তরাধিকারীগণকে কর্তৃপক্ষ ফেরত প্রদান করবে।

২৮। (১) প্লটের মূল্য বাবদ সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করা হলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী প্লটের বরাদ্দ প্রাপক বরাবর প্লটের লিজ দলিল সম্পাদন করবেন।

(২) লিজ দলিল সম্পাদনের পর কর্তৃপক্ষ যথাশীঘ্র সম্ভব লিজ গ্রহীতাকে প্লটের দখল লিখিতভাবে হস্তান্তর করবে।

(৩) লিজ দলিলের মেয়াদ হবে ৯৯ (নিরানব্বই) বছর:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে উহা নবায়ন করা যাবে।

(৪) লিজ দলিলের স্ট্যাম্প, ট্যাক্স এবং রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল অর্থ বরাদ্দ প্রাপক পরিশোধ করবে।

(৫) লিজ দলিল নবায়নের জন্য জমির মুল্য বাবদ লিজ গ্রহীতাকে কোনো অর্থ প্রদান করতে হবে না। তবে লিজ দলিল নবায়নের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প, ট্যাক্স এবং রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল অর্থ লিজ গ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হবে।

২৯। বরাদ্দকৃত প্লট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৩০। (১) লিজ গ্রহীতাকে প্লটের দখল গ্রহণের তারিখ হতে অন্যূন পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নকশা অনুসারে প্লটে অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

(২) উপরে বর্ণিত শর্ত ৩০ (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো লিজ গ্রহীতা যৌক্তিক কারণে প্লটে অবকাঠামো নির্মাণ করতে না পারলে উক্ত সময় অতিবাহিত হবার পূর্বে কারণ উল্লেখ পূর্বক, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে উক্ত সময় বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে পারবে।

(৩) কোনো প্লট গ্রহীতা উপরে বর্ণিত শর্ত ৩০ (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, বর্ধিত সময়সহ, প্লটে অবকাঠামো নির্মাণ করতে না পারলে কর্তৃপক্ষ উক্ত প্লটের লিজ বাতিল করতে পারবে।

(৪) লিজ গৃহীতা বর্ণিত শর্ত ৩০ (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, বর্ধিত সময়সহ প্লটে ভবন নির্মাণ না করে বৈধ উত্তরাধিকার ব্যতিত অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বা অন্য কোনো মূলে হস্তান্তরের অনুমতির ক্ষেত্রে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য ফি সহ বিলম্ব ফি প্রদান করবে।

৩১। (১) আবেদনপত্র দাখিলের পর এবং লিজ দলিল সম্পাদনের পূর্বে কোনো বরাদ্দ প্রাপকের মৃত্যু হলে তার বৈধ উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণের লিখিত আবেদনক্রমে, বৈধ উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট প্লটের বরাদ্দপত্র প্রদান করা হবে।

(২) উপরে বর্ণিত শর্ত ৩১ (১) এ উল্লিখিত আবেদনপত্রের সাথে বরাদ্দ প্রাপকের মৃত্যুর সনদ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান / পৌরসভার মেয়র/সিটি করপোরেশন এর কাউন্সিলর কর্তৃক ইস্যুকৃত উত্তরাধিকার সনদ এবং কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী হলফনামা দাখিল করতে হবে।

(৩) কোনো বৈধ উত্তরাধিকারী নাবালক হলে তার পক্ষে তার আইনানুগ অভিভাবক হলফনামা সম্পাদন করবেন।

(৪) কোনো বৈধ উত্তরাধিকারী উপরে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী উল্লিখিত হলফনামা দাখিল না করলে তার আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩২। প্লট বরাদ্দ গ্রহীতা রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত প্লট হস্তান্তর, প্লট বন্ধক, কোন দায় সৃজন, বায়নানামা, পাওয়ার অব এ্যাটর্নী (আমমোক্তারনামা) ইত্যাদি প্রদান করতে পারবেন না।

৩৩। প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় "মিশ্র" শ্রেণির প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতাকে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক মিশ্র শ্রেণির প্লট নিজস্ব প্রকল্প গ্রহণের স্বার্থে সংরক্ষণ করতে পারবে।

৩৪। বরাদ্দ গ্রহীতা প্লট বরাদ্দ প্রাপ্তির পর বরাদ্দপত্রের কোনো শর্ত লংঘন করলে কর্তৃপক্ষ বরাদ্দপত্র বাতিল করতে পারবে।

৩৫। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ কিংবা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর : .....

আবেদনকারীর পূর্ণ নাম: .....

তারিখ : .....

প্রসপেক্টাস

‘‘গ’’ অংশ

১। প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটা অনুসরণ করা হবে:

ক্রমিক নং	শ্রেণি/ কোটা	কোটার শতকরা হার	প্লট বরাদ্দে অনুসরনীয় পদ্ধতি
(ক)	সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী	২৫%	তফসিল-১
(খ)	সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩%	তফসিল-২
(গ)	আধাসরকারি / স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী	৮%	তফসিল-৩
(ঘ)	আধাসরকারি / স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	২%	তফসিল-৪
(ঙ)	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরিরত কর্মকর্তা/কর্মচারী	৪%	তফসিল-৫
(চ)	বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি	৪%	তফসিল-৬
(ছ)	মুক্তিযোদ্ধা/ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা/ শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবার/ বীরঙ্গনা	৫%	তফসিল-৭
(জ)	ব্যবসায়ী/শিল্পপতি	৭%	তফসিল-৮
(ঝ)	প্রকল্প এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ	১০%	তফসিল-৯
(ঞ)	বিশেষ পেশাজীবী (শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, চিকিৎসক, আইনজীবী, কৃষিবিদ, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, ইত্যাদি)	১১%	তফসিল-১০
(ট)	সংরক্ষিত কোটা	৮%	তফসিল-১১
(ঠ)	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের চাকরিরত কর্মকর্তা/কর্মচারী	২%	তফসিল-১২
(ড)	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চাকরিরত কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩%	তফসিল-১৩
(ঢ)	অন্যান্য (“ক” হতে “ড” ক্যাটাগরিভুক্ত নয় এমন আবেদনকারী)	৮%	তফসিল-১৪

(তফসিল-১)

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী

এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আবেদন করতে পারবেন।

(ক) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে আবেদনকারীদের মধ্যে আবেদনকারীদের বয়স, মোট চাকরিকাল ও বেতন স্কেল/ বেতন গ্রেড বিবেচনা করে ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে প্লট বরাদ্দের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে :

(১) বয়স : সর্বোচ্চ ৫৫ নম্বর

(২) মোট চাকরিকাল : সর্বোচ্চ ২৫ নম্বর

(৩) বেতন স্কেল/ বেতন গ্রেড : সর্বোচ্চ ২০ নম্বর

(খ) বয়স, মোট চাকরিকাল ও বেতন গ্রেডের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে মূল্যায়ন করা হবে

(১) বয়স: আবেদনকারীর বয়সের নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে প্রতি পূর্ণ বছর বয়সের জন্য ১(এক) নম্বর প্রদান করা হবে। তবে এরুপ গণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বর হবে ৫৫ অর্থাৎ ৫৫ বছর বা তার অধিক বয়সের সকল আবেদনকারী ৫৫ নম্বর প্রাপ্য হবেন। এছাড়াও ৫৫ বছরের কম বয়সের আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ১(এক) নম্বর প্রদানের পর অবিশষ্ট বয়সকে দিনে রুপান্তর পূর্বক ভগ্নাংশ হিসেবে পূর্ণ বছর বয়সের জন্য প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট নম্বর প্রদান করা হবে।

(২) মোট চাকরিকাল: আবেদনকারীর প্রতি পূর্ণ বছর চাকুরীর জন্য ১(এক) নম্বর প্রদান করা হবে। তবে এরুপ গণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বর হবে ২৫ অর্থাৎ ২৫ বছর বা তার অধিক চাকরিকালের ক্ষেত্রে সকল আবেদনকারী ২৫ নম্বর প্রাপ্য হবেন। এছাড়াও ২৫ বছরের চেয়ে কম সময়ের চাকুরিকালের আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ১(এক) নম্বর প্রদানের পর অবিশষ্ট সময়কে দিনে রুপান্তর পূর্বক ভগ্নাংশ হিসেবে পূর্ণ বছর সময়ের জন্য প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট নম্বর প্রদান করা হবে।

(৩) বেতনস্কেল: জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী নিম্ন সারণীতে বর্ণিত বেতন স্কেল/ বেতন গ্রেড এর বিপরীতে গ্রেডের পার্শ্বে বর্ণিত পরিমান নম্বর প্রদান করা হবে:

ক্রমিক নং	**বেতন স্কেল** (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)			**বেতন গ্রেড**	**প্রাপ্ত নম্বর**
১।	টাকা-৭৮,০০০	-	নির্ধারিত	গ্রেড-১	২০
২।	টাকা-৬৬,০০০	-	৭৬,৪৯০/-	গ্রেড-২	
৩।	টাকা- ৫৬,৫০০	-	৭৪,৪০০/-	গ্রেড-৩	
৪।	টাকা- ৫০,০০০	-	৭১,২০০/-	গ্রেড-৪	১৮
৫।	টাকা-৪৩,০০০	-	৬৯,৮৫০/-	গ্রেড-৫	
৬।	টাকা- ৩৫,৫০০	-	৬৭,০১০/-	গ্রেড-৬	
৭।	টাকা- ২৯,০০০	-	৬৩,৪১০/-	গ্রেড-৭	
৮।	টাকা- ২৩,০০০	-	৫৫,৪৬০/-	গ্রেড-৮	
৯।	টাকা- ২২০০০	-	৫৩,০৬০/-	গ্রেড-৯	
১০।	টাকা- ১৬,০০০	-	৩৮,৬৪০/-	গ্রেড-১০	১৪
১১।	টাকা- ১২,৫০০	-	৩২,২৪০/-	গ্রেড-১১	
১২।	টাকা- ১১,৩০০	-	২৭৩০০/-	গ্রেড-১২	১২
১৩।	টাকা- ১১,০০০	-	২৬,৫৯০/-	গ্রেড-১৩	
১৪।	টাকা- ১০,২০০	-	২৪,৬৮০/-	গ্রেড-১৪	
১৫।	টাকা- ৯,৭০০	-	২৩,৪৯০/-	গ্রেড-১৫	
১৬।	টাকা- ৯,৩০০	-	২২,৪৯০/-	গ্রেড-১৬	
১৭।	টাকা- ৯,০০০	-	২১,৮০০/-	গ্রেড-১৭	১০
১৮।	টাকা- ৮,৮০০	-	২১,৩১০/-	গ্রেড-১৮	
১৯।	টাকা- ৮,৫০০	-	২০,৫৭০/-	গ্রেড-১৯	
২০।	টাকা- ৮,২৫০	-	২০,০১০/-	গ্রেড-২০	

(গ) এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে একাধিক আবেদনকারী সমান নম্বর পেলে আবেদনকারীদের মধ্যে যার বয়স বেশী প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(তফসিল-২)

সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী

এ শ্রেণি/কোটাতে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আবেদন করতে পারবেন। লটারির মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

(তফসিল-৩)

আধাসরকারি / স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী

এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে আধাসরকারি / স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আবেদন করতে পারবেন।

ক) আধাসরকারি / স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে আবেদনকারীদের মধ্যে আবেদনকারীদের বয়স, মোট চাকরিকাল ও বেতনক্রম বিবেচনা করে ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে প্লট বরাদ্দের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে :

(১) বয়স : সর্বোচ্চ ৫৫ নম্বর

(২) মোট চাকরিকাল : সর্বোচ্চ ২৫ নম্বর

(৩) বেতন স্কেল/বেতন গ্রেড : সর্বোচ্চ ২০ নম্বর

(খ) বয়স, মোট চাকরিকাল ও বেতন গ্রেডের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে মূল্যায়ন করা হবে

(১) বয়স: আবেদনকারীর বয়সের নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে প্রতি পূর্ণ বছর বয়সের জন্য ১(এক) নম্বর প্রদান করা হবে। তবে এরুপ গণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বর হবে ৫৫ অর্থাৎ ৫৫ বছর বা তার অধিক বয়সের সকল আবেদনকারী ৫৫ নম্বর প্রাপ্য হবেন। এছাড়াও ৫৫ বছরের কম বয়সের আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ১(এক) নম্বর প্রদানের পর অবিশষ্ট বয়সকে দিনে রুপান্তর পূর্বক ভগ্নাংশ হিসেবে পূর্ণ বছর বয়সের জন্য প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট নম্বর প্রদান করা হবে।

(২) মোট চাকরিকাল: আবেদনকারীর প্রতি পূর্ণ বছর চাকুরীর জন্য ১(এক) নম্বর প্রদান করা হবে। তবে এরুপ গণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বর হবে ২৫ অর্থাৎ ২৫ বছর বা তার অধিক চাকরিকালের ক্ষেত্রে সকল আবেদনকারী ২৫ নম্বর প্রাপ্য হবেন। এছাড়াও ২৫ বছরের চেয়ে কম সময়ের চাকুরিকালের আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ১(এক) নম্বর প্রদানের পর অবিশষ্ট সময়কে দিনে রুপান্তর পূর্বক ভগ্নাংশ হিসেবে পূর্ণ বছর সময়ের জন্য প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট নম্বর প্রদান করা হবে।

(৩) বেতনস্কেল: জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী নিম্ন সারণীতে বর্ণিত বেতন স্কেল/ বেতন গ্রেড এর বিপরীতে গ্রেডের পার্শ্বে বর্ণিত পরিমান নম্বর প্রদান করা হবে:

ক্রমিক নং	বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)			বেতন গ্রেড	প্রাপ্ত নম্বর
১।	টাকা-৭৮,০০০	-	নির্ধারিত	গ্রেড-১	২০
২।	টাকা-৬৬,০০০	-	৭৬,৪৯০/-	গ্রেড-২	
৩।	টাকা- ৫৬,৫০০	-	৭৪,৪০০/-	গ্রেড-৩	
৪।	টাকা- ৫০,০০০	-	৭১,২০০/-	গ্রেড-৪	১৮
৫।	টাকা-৪৩,০০০	-	৬৯,৮৫০/-	গ্রেড-৫	
৬।	টাকা- ৩৫,৫০০	-	৬৭,০১০/-	গ্রেড-৬	
৭।	টাকা- ২৯,০০০	-	৬৩,৪১০/-	গ্রেড-৭	
৮।	টাকা- ২৩,০০০	-	৫৫,৪৬০/-	গ্রেড-৮	
৯।	টাকা- ২২০০০	-	৫৩,০৬০/-	গ্রেড-৯	
১০।	টাকা- ১৬,০০০	-	৩৮,৬৪০/-	গ্রেড-১০	১৪
১১।	টাকা- ১২,৫০০	-	৩২,২৪০/-	গ্রেড-১১	
১২।	টাকা- ১১,৩০০	-	২৭৩০০/-	গ্রেড-১২	১২
১৩।	টাকা- ১১,০০০	-	২৬,৫৯০/-	গ্রেড-১৩	
১৪।	টাকা- ১০,২০০	-	২৪,৬৮০/-	গ্রেড-১৪	
১৫।	টাকা- ৯,৭০০	-	২৩,৪৯০/-	গ্রেড-১৫	
১৬।	টাকা- ৯,৩০০	-	২২,৪৯০/-	গ্রেড-১৬	
১৭।	টাকা- ৯,০০০	-	২১,৮০০/-	গ্রেড-১৭	১০
১৮।	টাকা- ৮,৮০০	-	২১,৩১০/-	গ্রেড-১৮	
১৯।	টাকা- ৮,৫০০	-	২০,৫৭০/-	গ্রেড-১৯	
২০।	টাকা- ৮,২৫০	-	২০,০১০/-	গ্রেড-২০	

(গ) এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে একাধিক আবেদনকারী সমান নম্বর পেলে আবেদনকারীদের মধ্যে যার বয়স বেশী প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(তফসিল-৪)

আধাসরকারি / স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী

এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আবেদন করতে পারবেন। লটারির মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

(তফসিল-৫)

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরিরত কর্মকর্তা/কর্মচারী :

এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও, বেসরকারি ব্যাংক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি)-এ চাকুরিরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আবেদন করতে পারবেন। লটারির মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

(তফসিল-৬)

বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি

এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকগণ **(বাংলাদেশ সরকারের অধীন সরকারি/আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতীত)** আবেদন করতে পারবেন। লটারির মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

(তফসিল-৭)

মুক্তিযোদ্ধা/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা / শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবার /বীরঙ্গনা

এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে মুক্তিযোদ্ধা/ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা/ শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবার/ বীরঙ্গনাগণ আবেদন করতে পারবেন। তবে আবেদনকারীদের এ কোটার প্রাপ্যতার স্বপক্ষে সরকার নির্ধারিত প্রমাণক দাখিল করতে হবে। **মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় সংশ্লিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম না থাকলে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্লট বরাদ্দ প্রাপ্ত হবেন না। এ** শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে আবেদনকারীদের দাখিলকৃত প্রমাণক যাচাই সাপেক্ষে তাদের বয়স ও খেতাবের বিবেচনায় ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে প্লট বরাদ্দের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের নিম্নরূপ বিবেচনায় নম্বর প্রদান করা হবে:

(ক) বয়স: প্রত্যেক বছরের জন্য ১(এক) নম্বর হিসেবে বয়সের জন্য সর্বোচ্চ ৬০(ষাট) নম্বর প্রদান করা হবে।

(খ) স্তর ভিত্তিক গুরুত্ব :

(১) বীরশ্রেষ্ঠ/ বীর উত্তম/ বীর বিক্রম/ বীরপ্রতীক	-৪০ নম্বর
(২) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা	-৩৮ নম্বর
(৩) মুক্তিযোদ্ধা	-৩৬ নম্বর
(৪) বীরঙ্গনা	-৩৬ নম্বর
(৫) শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য (শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনি)	-৩৪ নম্বর
(৬) মৃত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য (মৃত মুক্তিযোদ্ধার পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনি)	-৩২ নম্বর

(গ) একাধিক আবেদনকারী সমান নম্বর পেলে সমান নম্বর প্রাপ্ত আবেদনকারীদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে।

(তফসিল-৮)

ব্যবসায়ী /শিল্পপতি

এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে ব্যবসায়ী/শিল্পপতিগণ আবেদন করতে পারবেন। লটারির মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

(তফসিল-৯)

প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন

এ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের মধ্যে নির্ধারিত সংখ্যক প্লট যার জমি বেশী অধিগ্রহণ হয়েছে তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যৌথভাবে আবেদন করতে পারবেন। যৌথ আবেদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের মোট জমির পরিমান এক্ষেত্রে বিবেচনা করে হিসাব করা হবে।

(তফসিল-১০)

বিশেষ পেশাজীবী (শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, চিকিৎসক, আইনজীবী, কৃষিবিদ, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, ইত্যাদি)

এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে বিশেষ পেশাজীবী (শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, চিকিৎসক, আইনজীবী, কৃষিবিদ, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি) আবেদন করতে পারবেন। বিশেষ পেশাজীবী সাংবাদিক, প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, চিকিৎসক, আইনজীবী, কৃষিবিদ, ইত্যাদি এর ক্ষেত্রে সরকার স্বীকৃত পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য সনদ থাকতে হবে। ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে জাতীয়/বিভাগীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় হিসেবে অংশগ্রহণের প্রমাণক ও সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থা/পরিষদের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে। শিল্পী, সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত বা সম্মাননা প্রাপ্ত হতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রমাণক দাখিল করতে হবে। এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে প্রাপ্ত সকল যোগ্য বিবেচিত আবেদনকারীদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

(তফসিল-১১)

সংরক্ষিত শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটা

প্রসপেক্টাসের “গ” অংশের অনুচ্ছেদ ১(ট) এ বর্ণিত সংরক্ষিত শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে নির্ধারিত ৮%কোটার মধ্যে ৫% প্লট গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করা হবে এবং ৩% প্লট সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

(তফসিল-১২)

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের চাকরিরত কর্মকর্তা/কর্মচারী

এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের চাকরিরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আবেদন করতে পারবেন।

(ক) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের চাকরিরত কর্মচারী শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে আবেদনকারীদের মধ্যে আবেদনকারীদের বয়স, মোট চাকরিকাল ও বেতনক্রম বিবেচনা করে ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে প্লট বরাদ্দের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে :

(১) বয়স : সর্বোচ্চ ৫৫ নম্বর

(২) মোট চাকরিকাল : সর্বোচ্চ ২৫ নম্বর

(৩) বেতন গ্রেড/বেতন স্কেল : সর্বোচ্চ ২০ নম্বর

(খ) বয়স, মোট চাকরিকাল ও বেতন গ্রেডের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে মূল্যায়ন করা হবে

(১) বয়স: আবেদনকারীর বয়সের নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে প্রতি পূর্ণ বছর বয়সের জন্য ১(এক) নম্বর প্রদান করা হবে। তবে এরুপ গণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বর হবে ৫৫ অর্থাৎ ৫৫ বছর বা তার অধিক বয়সের সকল আবেদনকারী ৫৫ নম্বর প্রাপ্য হবেন। এছাড়াও ৫৫ বছরের কম বয়সের আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য

১(এক) নম্বর প্রদানের পর অবিশষ্ট বয়সকে দিনে রুপান্তর পূর্বক ভগ্নাংশ হিসেবে পূর্ণ বছর বয়সের জন্য প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট নম্বর প্রদান করা হবে।

(২) মোট চাকরিকাল: আবেদনকারীর প্রতি পূর্ণ বছর চাকুরীর জন্য ১(এক) নম্বর প্রদান করা হবে। তবে এরুপ গণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বর হবে ২৫ অর্থাৎ ২৫ বছর বা তার অধিক চাকরিকালের ক্ষেত্রে সকল আবেদনকারী ২৫ নম্বর প্রাপ্য হবেন। এছাড়াও ২৫ বছরের চেয়ে কম সময়ের চাকুরিকালের আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ১(এক) নম্বর প্রদানের পর অবিশষ্ট সময়কে দিনে রুপান্তর পূর্বক ভগ্নাংশ হিসেবে পূর্ণ বছর সময়ের জন্য প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট নম্বর প্রদান করা হবে।

(৩) বেতনস্কেল: জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী নিম্ন সারণীতে বর্ণিত বেতন স্কেল/ বেতন গ্রেড এর বিপরীতে গ্রেডের পার্শ্বে বর্ণিত পরিমান নম্বর প্রদান করা হবে:

ক্রমিক নং	**বেতন স্কেল** (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)			**বেতন গ্রেড**	**প্রাপ্ত নম্বর**
১।	টাকা-৭৮,০০০	-	নির্ধারিত	গ্রেড-১	২০
২।	টাকা-৬৬,০০০	-	৭৬,৪৯০/-	গ্রেড-২	
৩।	টাকা- ৫৬,৫০০	-	৭৪,৪০০/-	গ্রেড-৩	
৪।	টাকা- ৫০,০০০	-	৭১,২০০/-	গ্রেড-৪	১৮
৫।	টাকা-৪৩,০০০	-	৬৯,৮৫০/-	গ্রেড-৫	
৬।	টাকা- ৩৫,৫০০	-	৬৭,০১০/-	গ্রেড-৬	
৭।	টাকা- ২৯,০০০	-	৬৩,৪১০/-	গ্রেড-৭	
৮।	টাকা- ২৩,০০০	-	৫৫,৪৬০/-	গ্রেড-৮	
৯।	টাকা- ২২০০০	-	৫৩,০৬০/-	গ্রেড-৯	
১০।	টাকা- ১৬,০০০	-	৩৮,৬৪০/-	গ্রেড-১০	১৪
১১।	টাকা- ১২,৫০০	-	৩২,২৪০/-	গ্রেড-১১	
১২।	টাকা- ১১,৩০০	-	২৭৩০০/-	গ্রেড-১২	১২
১৩।	টাকা- ১১,০০০	-	২৬,৫৯০/-	গ্রেড-১৩	
১৪।	টাকা- ১০,২০০	-	২৪,৬৮০/-	গ্রেড-১৪	
১৫।	টাকা- ৯,৭০০	-	২৩,৪৯০/-	গ্রেড-১৫	
১৬।	টাকা- ৯,৩০০	-	২২,৪৯০/-	গ্রেড-১৬	
১৭।	টাকা- ৯,০০০	-	২১,৮০০/-	গ্রেড-১৭	১০
১৮।	টাকা- ৮,৮০০	-	২১,৩১০/-	গ্রেড-১৮	
১৯।	টাকা- ৮,৫০০	-	২০,৫৭০/-	গ্রেড-১৯	
২০।	টাকা- ৮,২৫০	-	২০,০১০/-	গ্রেড-২০	

(গ) এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে একাধিক আবেদনকারী সমান নম্বর পেলে আবেদনকারীদের মধ্যে যার বয়স বেশী প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(তফসিল-১৩)

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে চাকুরিরত কর্মকর্তা/কর্মচারী

এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে চাকুরিরত (সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও প্রেষণে কর্মরত) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আবেদন করতে পারবেন।

(ক) রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চাকুরিরত কর্মকর্তা/কর্মচারী শ্রেণি/কোটাতে আবেদনকারীদের মধ্যে আবেদনকারীদের বয়স, মোট চাকরিকাল ও বেতনক্রম বিবেচনা করে ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে প্লট বরাদ্দের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে :

(১) বয়স : সর্বোচ্চ ৫৫ নম্বর

(২) মোট চাকরিকাল : সর্বোচ্চ ২৫ নম্বর

(৩)বেতন গ্রেড/বেতন স্কেল : সর্বোচ্চ ২০ নম্বর

(খ) বয়স, মোট চাকরিকাল ও বেতন গ্রেডের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে মূল্যায়ন করা হবে

(১) বয়স: আবেদনকারীর বয়সের নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে প্রতি পূর্ণ বছর বয়সের জন্য ১(এক) নম্বর প্রদান করা হবে। তবে এরুপ গণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বর হবে ৫৫ অর্থাৎ ৫৫ বছর বা তার অধিক বয়সের সকল আবেদনকারী ৫৫ নম্বর প্রাপ্য হবেন। এছাড়াও ৫৫ বছরের কম বয়সের আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ১(এক) নম্বর প্রদানের পর অবিশষ্ট বয়সকে দিনে রুপান্তর পূর্বক ভগ্নাংশ হিসেবে পূর্ণ বছর বয়সের জন্য প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট নম্বর প্রদান করা হবে।

(২) মোট চাকরিকাল: আবেদনকারীর প্রতি পূর্ণ বছর চাকুরীর জন্য ১(এক) নম্বর প্রদান করা হবে। তবে এরুপ গণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বর হবে ২৫ অর্থাৎ ২৫ বছর বা তার অধিক চাকরিকালের ক্ষেত্রে সকল আবেদনকারী ২৫ নম্বর প্রাপ্য হবেন। এছাড়াও ২৫ বছরের চেয়ে কম সময়ের চাকুরিকালের আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ১(এক) নম্বর প্রদানের পর অবিশষ্ট সময়কে দিনে রুপান্তর পূর্বক ভগ্নাংশ হিসেবে পূর্ণ বছর সময়ের জন্য প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট নম্বর প্রদান করা হবে।

(৩) বেতনস্কেল: জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী নিম্ন সারণীতে বর্ণিত বেতন স্কেল/ বেতন গ্রেড এর বিপরীতে গ্রেডের পার্শ্বে বর্ণিত পরিমান নম্বর প্রদান করা হবে:

ক্রমিক নং	বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)			বেতন গ্রেড	প্রাপ্ত নম্বর
১।	টাকা-৭৮,০০০	-	নির্ধারিত	গ্রেড-১	২০
২।	টাকা-৬৬,০০০	-	৭৬,৪৯০/-	গ্রেড-২	
৩।	টাকা- ৫৬,৫০০	-	৭৪,৪০০/-	গ্রেড-৩	
৪।	টাকা- ৫০,০০০	-	৭১,২০০/-	গ্রেড-৪	১৮
৫।	টাকা-৪৩,০০০	-	৬৯,৮৫০/-	গ্রেড-৫	
৬।	টাকা- ৩৫,৫০০	-	৬৭,০১০/-	গ্রেড-৬	
৭।	টাকা- ২৯,০০০	-	৬৩,৪১০/-	গ্রেড-৭	
৮।	টাকা- ২৩,০০০	-	৫৫,৪৬০/-	গ্রেড-৮	
৯।	টাকা- ২২০০০	-	৫৩,০৬০/-	গ্রেড-৯	
১০।	টাকা- ১৬,০০০	-	৩৮,৬৪০/-	গ্রেড-১০	১৪
১১।	টাকা- ১২,৫০০	-	৩২,২৪০/-	গ্রেড-১১	
১২।	টাকা- ১১,৩০০	-	২৭৩০০/-	গ্রেড-১২	১২
১৩।	টাকা- ১১,০০০	-	২৬,৫৯০/-	গ্রেড-১৩	
১৪।	টাকা- ১০,২০০	-	২৪,৬৮০/-	গ্রেড-১৪	
১৫।	টাকা- ৯,৭০০	-	২৩,৪৯০/-	গ্রেড-১৫	
১৬।	টাকা- ৯,৩০০	-	২২,৪৯০/-	গ্রেড-১৬	
১৭।	টাকা- ৯,০০০	-	২১,৮০০/-	গ্রেড-১৭	১০
১৮।	টাকা- ৮,৮০০	-	২১,৩১০/-	গ্রেড-১৮	
১৯।	টাকা- ৮,৫০০	-	২০,৫৭০/-	গ্রেড-১৯	
২০।	টাকা- ৮,২৫০	-	২০,০১০/-	গ্রেড-২০	

(গ) এ শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটাতে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে একাধিক আবেদনকারী সমান নম্বর পেলে আবেদনকারীদের মধ্যে যার বয়স বেশী প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(তফসিল-১৪)

অন্যান্য (“ক” হতে “ড” ক্যাটাগরিভুক্ত নয় এমন আবেদনকারী)

প্রসপেক্টাসের “গ” অংশের অনুচ্ছেদ ১(ঢ) এ বর্ণিত অন্যান্য শ্রেণি/ক্যাটাগরি/কোটার (“ক” হতে “ড” ক্যাটাগরিভুক্ত নয় এমন আবেদনকারী) নির্ধারিত ৮%কোটার অর্ধেক অর্থাৎ ৪% প্লট রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সভার (বোর্ড সভা) সিদ্ধান্তের আলোকে কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় এবং মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে যোগ্য বিবেচিত যে কোন বাংলাদেশী নাগরিককে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। অবশিষ্ট ৪% প্লট প্রসপেক্টাসে উল্লিখিত “ক” হতে “ড” ক্যাটাগরিভুক্ত নয় এমন আবেদনকারীদের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

৩০০/- টাকার নন্ জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে
হলফ নামার নমুনা

১ কপি ছবি

আমি:.....
পিতা/স্বামী:.....
মাতা:.....
জন্ম তারিখ:.....
---------- খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বয়স:.....বছর.....মাস.....দিন.....
পেশা:.....
বর্তমান ঠিকানা:.....
.....
স্থায়ী ঠিকানা:.....
.....

আমি এ মর্মে ঘোষণা ও অঙ্গীকার করছি যে, নিজস্ব বসবাসের জন্য আমার একটি আবাসিক প্লটের প্রয়োজন। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমার নিজ নামে অথবা আমার স্ত্রী/স্বামী বা নির্ভরশীল পুত্র বা কন্যা বা পোষ্যের নামে অথবা বেনামে সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত কোনো সংস্থা অথবা কর্তৃপক্ষের কোনো প্রকল্প হতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে কোনো প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়নি।

আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের **"প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প"** এর প্লট বরাদ্দের প্রসপেক্টাসে বর্ণিত সকল শর্তসমূহ সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়েছি। আমি উক্ত শর্তসমূহ মেনে চলতে বাধ্য থাকবো।

আমার ঘোষণা সত্য ও নির্ভুল। আমি স্বেচ্ছায়, সুস্থ মস্তিষ্কে ও কারো দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে এ হলফনামায় স্বাক্ষর করলাম।

.....
হলফকারীর পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

হলফকারী আমার পরিচিত
তিনি আমার সম্মুখে স্বাক্ষর করেছেন।
আমি তার পরিচয়দানকারী।

.....
অ্যাডভোকেট

.....
নোটারি পাবলিক/প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট